‘তিনি আমাকে যে দায়িত্ব দেবে তাই মেনে নেবো’

তদবির স্পট হাওয়া ভবন

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় যখন বিএনপি’র আসন একশ’-এর কাছাকাছি পর্যায়ে তখন এক বিএনপি নেতার ছেলে বাবাকে বলল বাবা দোয়া করো সব মিলিয়ে যেনো দেড়শ’-এর মত হয়। পুত্রের এই আশার কারণ হচ্ছে পিতার মন্ত্রিত্বটা তাহলে নিশ্চিত হয়। কিন্তু সেই আশা পূরণ হয়নি। এখন সেই বিজয়ী প্রার্থী ছুটছেন হাওয়া ভবনে। খালেদা জিয়া আর তারেক জিয়া দোয়া নিতে এবং মন্ত্রীত্বের বিষয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করতে... লিখেছেন **আসাদুর রহমান** ও **আলী হায়দার** ছবি তুলেছেন **আনোয়ার মজুমদার**

সন্ধ্যা ৬.০০: হাওয়া ভবন। মূল গেট বন্ধ। কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। লোকজনের বসার স্থানে নামাজের আয়োজন করা হয়েছে। ভবনের ভেতর থেকে স্যান্ডেল পরে তারেক রহমান নেমে এলেন। দুটি জায়নামাজ বিছানো। ইমামের জন্য একটি অন্যটি তারেক রহমানের। অন্যান্যদের জন্য মাদুর। দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নামাজে অংশগ্রহণ করলেন।

নামাজ শেষ হবার সাথে সাথে নিরাপত্তার তোড়জোড় বেড়ে গেলো। এসএসএফের সদস্যদের এদিক সেদিক ছোটাছুটি। ভবনের ভেতরে প্রবেশ মুখে মেটাল ডিটেক্টর বসানো হচ্ছে। নেত্রী ৭টায় এসে পৌঁছাবেন, তাই এই নিরাপত্তা। নির্বাচিত সাংসদ আর দলের প্রথম

প্রাক্তন ছাত্রদল সভাপতি ঢা.বি.-তে দু’দলের সহবস্থান ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী

প্রতিমন্ত্রী হবার আশায় এহসানুল হক মিলন

সারির নেতা কর্মী ছাড়া এখন আর কাউকেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না।

৬.৩০ : গেট দিয়ে ঢুকতে পারছেন না বগুড়া থেকে আসা শাহজাদী লায়লা। লায়লা পেশায় একজন অ্যাডভোকেট। নিজেকে তিনি পরিচয় দেন বগুড়া জেলার নারী বিষয়ক সম্পাদিকা হিসাবে। নেত্রীর কাছে বগুড়ার উন্নয়ন ছাড়া আর কোনো আবদার তার নেই। তিনি সংসদের মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত ৩০ আসনের বৃদ্ধির দাবি নিয়ে এসেছেন।

: আপনি আর কি দাবি নিয়ে এসেছেন?

: দাবি তো আরো কিছু আছে কিন্তু এখনও ঢুকতেই পারছি না।

৬.৪০ : ইরাক দূতাবাস থেকে পাঠানো ফুলের তোড়াটি মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। ফুলের তোড়ার সঙ্গে পাঠানো শুভেচ্ছা পত্রটি টেবিলের ওপর পড়ে আছে। ভেতর থেকে একজন এসে চিৎকার শুরু করলো। 'কিছুক্ষণ পরই বিদেশী গেস্টরা চলে আসবে, কে এই তোড়া এখানে ফেলে রেখেছে।'

৬.৫০ : কাজী রফিকুল ইসলাম বগুড়া- ১ আসন থেকে নির্বাচিত চারদলীয় ঐক্যজোটের সংসদ সদস্য। এলাকার নেতা কর্মীরা তাকে ঘিরে বসে আছে। কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ার আশায় তার আগমন।

: কোন মন্ত্রণালয় আশা করছেন?

: ম্যাডাম, তারেক সাহেব যখন আছেন সেখানে আমাদের চাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

: আগামীতে এলাকার উন্নয়নে কি কি করবেন?

: শারিয়াকান্দি নদী ভাঙনের স্থায়ী ব্যবস্থা এবং নদী ভাঙনে আশ্রয়হীনদের পুনর্বাসন– অধিবেশনের শুরুতেই এই দুটি বিষয় আমি পার্লামেন্টে তুলে ধরবো।

বি. চৌধুরী: রাষ্ট্রপতি না উপপ্রধানমন্ত্রী

সর্বকনিষ্ঠ বিএনপি এমপি রুবেল

গাইবান্ধার বিজয়কে নতুন ইমেজ হিসেবে কাজে লাগাতে চান

৭.০৫ : খালেদা জিয়ার গাড়ির বহর চলে এসেছে। গেটের বাইরে ভেতরে নেতা-কর্মীদের হুড়োহুড়ি লেগে গেল খালেদা জিয়াকে এক নজর দেখার জন্য। নেতা-কর্মী পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি গাড়ি থেকে নেমে ভবনের দোতলায় চলে গেলেন।

৭.১৫ : গাড়ি থেকে নামলেন বদরুদ্দোজা চৌধুরী। জানা যায়, তিনি রাষ্ট্রপতির পদটি চান। দলীয় নেতা কর্মীরাও তার দিকে এগিয়ে যান। সবার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। রাস্তার ওপরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কনস্টেবল আনোয়ার বলে উঠলো 'উনারই এইবার প্রেসিডেন্ট হওয়ায় সম্ভাবনা বেশি'। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আনোয়ারের কথায় তিনি কিছুটা নড়ে চড়ে উঠলেন।

: এখানে কেন এসেছেন?

: চাঁদপুর-৩ আসনে নির্বাচিত হওয়া এহসানুল হক মিলনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি ওনার এলাকায় লোক। তাকে একবার শুভেচ্ছা জানাতে চাই।

৭.৩০ : বিশাল এক ফুলের তোড়া নিয়ে হাওয়া ভবনে ঢুকলেন মঞ্জুর হাবিব। বিএনপিতে যোগ দিতে তিনি এসেছেন। ফুলের তোড়ার মধ্যে কাগজে লেখা একুশে সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত মঞ্জুর হাবিব, সম্পাদক। বিএনপিতে যোগদান উপলক্ষে ফুলের তোড়া রেখে তিনি ঢুকে গেলেন। তার দিকে কেউ তেমন মনোযোগ দিয়ে তাকালো না। সবাই আগ্রহ নিয়ে একুশে টিভির খবর শুনছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের তারিখ পেছানোর কারণে

কয়েকজন বেশ বিরক্ত হয়ে উচ্চঃস্বরে স্পিকারের সমালোচনা শুরু করলেন। কেউ কেউ এর জন্যে প্রেসিডেন্টকেও দায়ী করতে ছাড়লেন না। একেক জন তার নিজস্ব মতামত ঝাড়ছেন।

৭.৪৫ : ভবনের নিচ তলায় বেশ কয়েকজন নির্বাচিত এম.পি। কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে, কেউ কেউ হাটাহাটিও করছেন। সবার চেহারায় টেনশন। এদের অধিকাংশ নবীন। রাজনীতিতেও বেশ কয়েকজন একেবারে নতুন। মন্ত্রিত্ব লাভের প্রত্যাশায় এখানে আসা। কেউ মুখে স্বীকার না করলেও তাদের চেহারায় তা স্পষ্ট । হেলে দুলে সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান কক্ষে ঢুকলেন। তাদের মতো প্রবীন নীতি নির্ধারক নেতাদের স্থান দোতলায়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান জাহিদ। এগিয়ে গেলাম তার দিকে। খালেদা জিয়ার নির্বাচনী সফরের ওপর ২৪ ঘন্টা

কাকে মন্ত্রী বানাবেন কাকে এমপি বানাবেন সেই চিন্তাতেই হিমশিম

জনসমর্থনের পর আরেক সমর্থন, বিদেশী কূটনীতিকদের নিরঙ্কুশ সমর্থন খালেদা জিয়াকে

প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছিল।

: এবার আপনাদের অবস্থান কিংবা নীতি কি হবে?

: আবার সেই আগের ফরমেটে চলে আসবে। আমাদের আর কি? আমরা গোল আলু সব সময় সরকারি।

৮.১৫ : সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে হাওয়া ভবনে ঢুকলেন শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। ছাত্রদলের সাবেক এই সভাপতি এবার লক্ষ্মীপুর থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। একের পর এক লম্বা সালাম দিয়ে যাচ্ছেন। পরিচয় পেয়ে কিছুটা আগ্রহ নিয়েই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া শুরু করলেন।

: আপনি কি কোনো মন্ত্রণালয় আশা করছেন?

: আমি নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমি কিছুই তাকে বলিনি। তিনি আমাকে যে দায়িত্ব দেবেন আমি তাই মেনে নেবো।

: সামনের পাঁচ বছর ছাত্রদলের রাজনীতির ধরন কেমন হবে?

: শুরুতেই ছাত্র রাজনীতিটিকে আমরা একটা ফর্মে নিয়ে আসবো। আমি আশা করি এতে আমার একটা সক্রিয় ভূমিকা থাকবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের কর্মীদের সহাবস্থানের পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনবো।

: সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আগামী সরকার কি ব্যবস্থা নেবে?

আবার শিক্ষামন্ত্রী হতে চান

: নেত্রী গতকাল বলেছেন, আমাদের এই বিজয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনগণের রায়, আমরা কঠোর হস্তে সন্ত্রাস দমন করবো। সন্ত্রাসীদের জন্যে This is the last time .আমি এ কথা আমার এলাকাতেও বলে এসেছি। কেউ সন্ত্রাস করে থাকতে পারবে না। নিজের দলের কেউ সন্ত্রাসী কাজ করলেও তাকে প্রতিহত করা হবে। তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। যারা এতদিন সন্ত্রাস প্রতিপালন করে এসেছেন তাদেরও প্রতিহত করা হবে। এ

বিষয়ে আমি, আমার নেত্রী খুবই যত্নশীল।

: এবারে বিএনপি'র বিশাল বিজয় পেয়েছে? নির্বাচনের এই ফলাফল কি ধানের শীষের বিজয়, নাকি আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান?

: আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান মানেই বিএনপি'র জয়। মানুষ আওয়ামী লীগ নেত্রীর ভাষায় সন্ত্রাস খুঁজে পেয়েছে। তাই তারা আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

৮.২৫ : খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে বিদেশী দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনারগণ একে একে হাওয়া ভবনে প্রবেশ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালি, নরওয়ে, কাতার, লিবিয়া, ভেটিক্যান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, মিশর, ইরান, ইরাক,মায়নমার, মরক্কো, সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই, জাপান, চীন, জার্মানি, আফগানিস্তান, নেদারল্যান্ড, ডেনমার্ক, রাশিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, ব্রিটিশ হাইকমিশনারসহ ৩২টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও মিশন প্রধান। সবাই আগ্রহ নিয়েই তাদের দেখছে। হঠাৎ বগুড়া থেকে আসা নেতা-কর্মীদের একজন পাশের জনকে বলে উঠলেন, 'প্যালেস্টাইনি এম্ব্যাসেডর সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে। ঐ শালা গত ৫ বছর আওয়ামী লীগের দালালি করেছে। ইন্ডিয়ান-গুলো আরো খাচ্চর। সব সময় balance Politices করে। বাজপেয়ি সবার আগে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

৮.৪৫ : মাথায় শিক-পাগড়ি আর গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি নিয়ে সন্ধ্যা থেকে হাওয়া ভবনে পায়চারি করছে রিপন। রিপন বিএনপি'র প্রাক্তন ছাত্রনেতা খায়রুল কবির খোকনের ভাই। রিপন জানালেন, এবছর তার ভাইকে নরসিংদী-১ আসন থেকে নির্বাচন করতে দেয়া হয়নি। এ আসন থেকে বিএনপির নির্বাচিত এমপি শামসুদ্দিন আহমেদ এহসানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এহসান ব্যতিক্রমী এমপি। সারাক্ষণ ফিলিংস-এ থাকে। বউ আছে ৪টি । নেত্রীর সঙ্গে দেখা করার কোনো আগ্রহ তার নেই। তার এক কথা, প্রয়োজন হইলে নেত্রী আইসা আমার সঙ্গে দেখা করবো।

আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তারেক জিয়া

রাজপথের নেতা খোকা কোন মন্ত্রণালয় পাবেন

বগুড়ার এমপি সমর্থকদের সঙ্গে

রিপনকে দেখে খায়রুল কবির খোকন এগিয়ে এলেন। রিপন তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কথা হলো তার সঙ্গে—

: আপনাদের সরকারের Police কি হবে?

: সন্ত্রাস, দুর্নীতি দূর করা, চাঁদাবাজি ও দলীয়করণ বন্ধ করা, দেশের উন্নয়নে কাজ করা, অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করা।

: কিসের ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রিত্ব দেয়া হবে বলে আপনি মনে করেন? যোগ্যতা, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং মন্ত্রণালয় চালাতে পারবে কিনা-এ বিষয়গুলো উপর জোর দেয়া হবে?

: জামাতকে কোনো মন্ত্রনালয় দেয়া হবে?

: যে কোনো মন্ত্রণালয়। তারা দাবি করলেই হবে না, এক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেয়া হবে।

৯.০০ : হঠাৎ করেই হাওয়া ভবন সরগরম হয়ে উঠল সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা এক তরুণের প্রবেশের কারণে। 'মিলন ভাই স্লামালেকুম', 'কি খবর মিলন?' 'Congratulation' নানা স্টাইলের অভিবাদন। হাসিমুখে সবার সাথে শুভেচ্ছ বিনিময়ে ব্যস্ত এই যুবক। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ছেড়ে তিনি এবারের সংসদ নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। হারিয়েছেন আওয়ামী লীগের ড.মহিউদ্দন খান আলমগীরকে। এসব কারণে এবার তরুণ মন্ত্রীদের মধ্যে তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে। কিছুক্ষণের সময় চাইতেই নিরিবিলি এক কোনায় নিয়ে এলেন আমাদের।

: ড মহিউদ্দীন খান আলমগীরকে হারানোর বিষয়ে কোন বিষয়টি বেশি কাজ করেছে, দলীয় ইমেজ না ব্যক্তি ইমেজ?

দলীয় ইমেজ, ব্যক্তি ইমেজ সমন্বিতভাবে। পাশাপাশি তাদের Nepotism

Unlawful কাজকর্ম সবকিছু একত্রে কাজ করেছে। মহিউদ্দীন খান আলমগীর যেন জিততে না পারে সে জন্য কচুয়াবাসী নির্বাচনের দিন রোজা রেখেছিল বলে জানান তার পাশে দাঁড়ানো একজন কর্মী।

: জনগণ বিএনপিকে ভোট দিয়েছে নাকি আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে?

: জনগণ বিকল্প দল খুঁজছিল আর বিএনপি এমনই একটা দল যা জনগণের আশা পূরণ করতে পারে এবং পারবে।

আপনি কি এবার কোনো মন্ত্রিত্ব চাইবেন?

: আমি আমার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বিসর্জন দিয়েছি। সংসদ সদস্য হতে না পারলে টুরিস্ট ভিসা পর্যন্ত পেতাম না। আমার ত্যাগ সম্পর্কে নেত্রী জানেন। আমার যোগ্যতা নেত্রীর চোখে পড়েছে। আমি সে কারণেই আশাবাদী।

: কোন মন্ত্রণালয় আশা করেন?

: যেখানে বসে দেশের খেদমত করতে পারি, নেত্রী আমাকে যেখানে দেখতে চান, যেখানে যোগ্য মনে করেন, সেখানেই আমি কাজ করবো।

: বিএনপি এবার কি চমক দেখাবে? নেত্রী তার নির্বাচনী ইস্তেহার সম্পূর্ণ পূরণ করবে?

: আমার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বলেছি, যদি নির্বাচিত হই, নেত্রী ক্ষমতায় যায় তবে সন্ত্রাস ১০০% নির্মূল করবো।

নিজের দলের মধ্যে সন্ত্রাস কিভাবে নির্মূল করবেন?আপনাদের ছাত্রদলের ছেলেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করে নিয়েছে এটা কিভাবে দেখছেন?

: এতদিন বহিরাগতরা হলগুলো দখল করেছিল... তারা হল ছেড়ে চলে গেছে। এখন ছাত্ররা হলে উঠছে আইডি কার্ড দেখিয়ে, এটাকে Support করেন না?

: এলাকাবাসীর জন্য প্রথমেই কি করবেন?

: আমার এলাকায় ৮০% পানিতেই আর্সেনিক। প্রথমেই তা দূর করবো, তা না হলে তারা ক্যান্সারে মারা যাবে, আগে তাদের বাঁচানোর দরকার।

: শপথ পাঠ নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে আপনার কি মত?

: বিগত সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর স্পিকারকে সাংবিধানিকভাবে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে, পরবর্তী সরকারের শপথ করানোর জন্য। তিনি সব সুযোগ ভোগ করছেন আর এখন টালবাহানা শুরু করেছেন। আমাদের সাথে খেলছেন, এটা সত্যিই অপরাধ। তিনি কিন্তু দলীয়ভাবে আচরণ করতে পারেন না। স্পিকার হওয়ার পর তিনি কোনো দলের থাকেন না।

নিরঙ্কুশ বিজয়ের হাসি

: আওয়ামী লীগের এরকম ভরাডুবির কারণ কি বলে মনে করেন?

: তারা যদি ওদের (জয়নাল হাজারী, ম খা আলমগীর , শামীম ওসমান, মায়া, হাসানাত আব্দুল্লাহ, আমা) বিচার করতো তবে তারা এভাবে করতো না।

৯.০০ : এহসানুল হক মিলনের সঙ্গে কথা বলছি। সাফারি পরা দীর্ঘদেহী পঞ্চাশোর্ধ এক ভদ্রলোক আমাদের সাথে কথায় অংশ নিলেন। পরিচয় নিয়ে জানতে পারলাম তিনি চট্টগ্রাম-১ আসনের নির্বাচিত সাংসদ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি জানালেন তার প্রথম কাজ হচ্ছে এলাকায় কঠোর হস্তে সন্ত্রাস দমন ও শান্তি ফিরিয়ে আনা। এবারের নির্বাচনের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন... 'আমাদের আগে ভোটাররা কেন্দ্রে চলে গেছে- মহিলারা অনেকে বোরখা পরে, সিঁদুর পরে সকাল ৮টার আগেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে।

: রাজনীতির কাছে আপনি কি শিখেছেন?

: আমার বাবা মাহফুজুল হক পাকিস্তান আমল থেকে রাজনীতি করতেন। নেহরুর সাথে বাবা ৭ দিন থেকেছেন। নেহরু তাকে বলেছিলেন 'Try to win the heart of people.'

: এবারের নির্বাচন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

: এবারের নির্বাচন হয়েছে '৫৪ সালের নির্বাচনের মতো। ভোটের মাধ্যমে নীরব বিপ্লব হয়ে গেছে।

১০.০০ : হাওয়া ভবনের অভ্যন্তরে এখন কিছুটা নীরবতা। মহিলা এমপি প্রার্থীদের অনেকেই চলে গেছেন। সবাই কিছুটা গা এলিয়ে এদিক সেদিক বসে আছেন। নেত্রীর সাথে একসঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগ নেই। তাই অনেকেই নিচের রুমে অপেক্ষা করছেন। পঞ্চগড়-১ আসন হতে নির্বাচিত জমিরউদ্দিন সরকার। তরুণ নেতা কর্মীদের মাঝে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছেন না। একা একা হাঁটাহাঁটি করছেন।

১০.৩০ : মধ্যবয়সী এক যুবক আমাদের হাতে ছোট একটি বই ধরিয়ে দিলো, বললো, 'আমাদের এলাকার এমপি সাহেবের জীবন পরিচিতি। উনি এখানে আছেন। চাইলে কথা বলতে পারেন।' আমরা ছেলেটির পিছু পিছু ছুটলাম। ছেলেটি জানালো গাইবান্ধা-৪ আসন থেকে নির্বাচিত মোঃ আব্দুল মোত্তালিব আকন্দের এলাকার তিনি। ছেলেটি আমাদের সঙ্গে গাইবান্ধার এমপি'র সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

: আপনার বিজয়ের পেছনে কোন শক্তি কাজ করেছে?

: এরশাদের বারবার দলবদল, গত ১০ বছর ধরে এমপিরা কোনো কাজ করতে পারেনি। এরশাদ তো ক্ষমতায় যেতে পারবে না। এরশাদের দলপরিবর্তন ও মিথ্যা কথার জন্য ধস নেমেছে। সে সুযোগ আমরা পেয়েছি। আমার এলাকায় ২৫ বছর ধরে কাজ করে আসছি। ছাত্রজীবন থেকে যে উন্নয়ন করেছি তা Remarkable.

: এরশাদ কি তাহলে কোনো উন্নতি করেনি?

: এরশাদের উন্নতির কথা বলতে গেলে বলতে হয় এখান থেকে এটা সরিয়ে ওখানে নেয়া। রংপুরে কোনো ফুটপাত ছিল না।

ফুটপাত বানিয়েছে। আর সোডিয়াম লাইটের মধ্য দিয়ে উন্নতির কথা বলবেন। রিকশাওয়ালাকে ১০ টাকা দেয়া হলে সে ভাবতো ৫০ টাকা পেয়েছে অর্থাৎ তার উন্নতি হয়েছে।

: বিগত সরকারগুলো কেন উন্নয়ন করেনি?

: সব ভোট লাঙ্গলে পড়ায়, বিএনপিকে ভোট না দেওয়ায় বিএনপি'রও অনীহা ছিল। এবার আশা করি ভালো করবো আমরা। আশা করি কোনো বৈষম্য থাকবে না। এবার পিছিয়ে পড়া রংপুরকে পুষিয়ে দেয়া হবে।

নির্বাচনের অভিজ্ঞতা একটু বলবেন?

: আমার সামনে রওশন এরশাদ আর ডান পাশে হাসিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। আমি সে কারণে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। একটা অতিরিক্ত প্রেশার আমার ওপর কাজ করেছে।

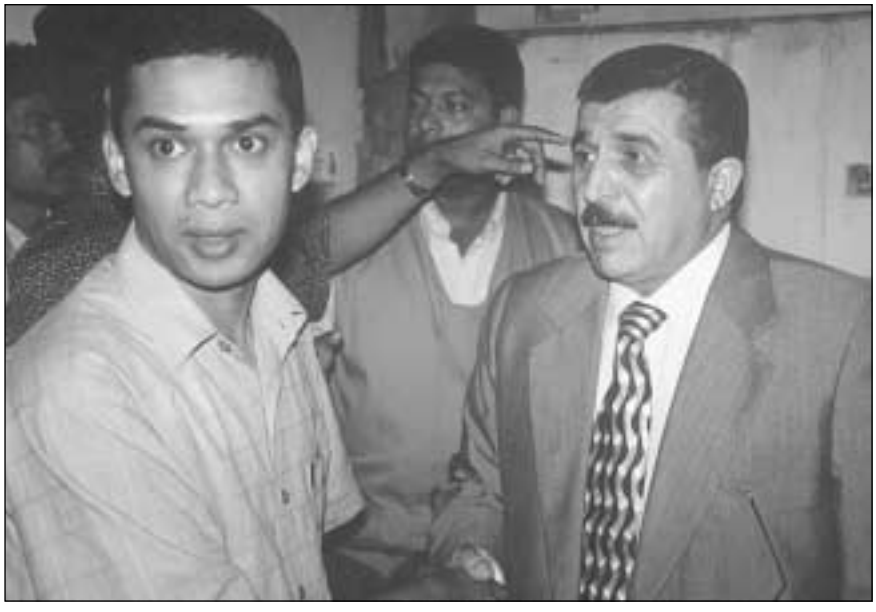

কূটনৈতিকদের সঙ্গে তারেক জিয়া

১১.১৫ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিয়া বাড়ির পথে এগিয়ে চলছেন। রাস্তার ওপর কথা হলো তার সঙ্গে-

: বিএনপি'র কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত?

: বিএনপি'র কত রকমের কাজ আছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করা, অর্থনীতি মজবুত করা, দলীয়করণ মুক্ত করা। এছাড়া তাদের একটা ইশতেহার আছে। প্রাথমিকভাবেই দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা- যদিও সেটা মৌলিক কাজ নয়, মৌলিক কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা মজবুত এবং শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

নেত্রীর একনজর দেখা পাবার আশায়

: আওয়ামী লীগের এরকম বিপর্যয়ের কারণ কি?

: বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু প্রচন্ডভাবে ঘৃণা দেখাতে পারে। '৪৭ ও '৫৪-এর নির্বাচনেও দেখিয়েছে। সবার আশা-আকাঙ্ক্ষার মুসলিম লীগকে ৭ বছর যায়নি তার আগেই প্রত্যাখ্যান করেছে, কবর দিয়েছে।

১২.০০ : নেতা-কর্মীদের অনেকেই বাড়ির পথে পা বাড়াতে শুরু করেছেন। মুখ কালো করে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। যাবার সময় আশপাশের কাউকে কিছু বললেন না। তার পেছন দিয়েই বেরিয়ে গেলেন শাহজাহান সিরাজ, যথারীতি পাঞ্জামা-পাঞ্জাবি আর সাধারণ মানের স্যান্ডেল পরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল সভাপতি মনির হোসেন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কথা হলো তার সাথে।

: বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলো তো আপনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এখন ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ভবিষ্যৎ কি হবে?

: আমরা সহাবস্থানের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানাবো। ক্যাম্পাস ছাত্রদের। মাদক ব্যাবসায়ী, শিশু অপহরণকারী ও বহিরাগত অস্ত্রবাজদের আশ্রয় ক্যাম্পাসে হবে না। ক্যাম্পাসে অন্যায়কারীদের প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

: ক্যাম্পাসে আপনাদের আন্দোলনের ইস্যু কি হবে?

: পজেটিভ এবং আমরা সাধারণ ছাত্রদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়বো।

১২.২০ : খালেদা জিয়ার বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। নিরাপত্তা কর্মীদের তৎপরতা আবারও বেড়ে গেছে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নেতা-কর্মীরা এখনও গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। এদের অনেকের বাড়ি ঢাকায় হওয়ায় বাড়ি ফেরার জন্যে তাদের তেমন কোনো তাড়া নেই। ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে উঠতে যাবার মুখে তার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি কিছু না বলেই গাড়িতে উঠে গেলেন।

১২.৪০ : হাওয়া ভবনের গেটের বাইরে গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন মাহমুদুল হক রুবেল। তিনি সাগ্রহে বললেন তিনি ৩২ বছর বয়স্ক এ সংসদের সবচাইতে তরুণ সংসদ সদস্য। এ্যানি ভাইয়ের চাইতেও ৩ বছরের ছোট। তিনি তার এলাকার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

: এলাকার পরিস্থিতি কেমন?

: সন্ত্রাস এমনিতেই কম। শেরপুর/নকলাতেও মার্ডার হয়েছে। আমার এলাকায় কোনো মার্ডার হয়নি। শ্রীবর্দী থানা বেশ উন্নত। এবার ঝিনাইগাতির উন্নয়নে দৃষ্টি দেব।

: কোন মন্ত্রিত্ব আশা করেন?

: এবার তো বিএনপি'র প্রাপ্ত সিট সংখ্যা অনেক বেশি আর আমি বয়সে সবচাইতে তরুণ। সে কারণে মন্ত্রণালয় দাবি করা অনুচিত। তবে আমার এলাকার কাজে আমি সচেষ্ট থাকবো। তারেক ভাই ও নেত্রী বলেছেন তারা আমার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।